ডি.এ.এম এর আধ্যাত্মিক কিছু অংশ, এ.সি.সি.আর.এ নভেম্বর ২০২৪

প্রিয় জেলা প্রেরিত ও জেলা প্রেরিত সাহায্যকারীগণ,

এখন বেশ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ, "নিউ এ্যপোষ্টলিক চার্চের লিটারর্জি অর্থাৎ বিধিবদ্ধ উপাসনা পদ্ধতি" এবং পরিচর্যাকারীগণের সহায়িকা" মণ্ডলীর ওয়েবসাইটে "nak.org"এ অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি কারণ আমরা নিশ্চিৎ যে এটি মণ্ডলীর ঐক্যকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। আমাদের মণ্ডলীর একটি সু-সজ্জায়িত বিধিবদ্ধ উপাসনা পদ্ধতি সহ স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নিয়ম যে রয়েছে এটি জনসাধারণকে জানানোর উদ্দেশ্যও রাখে। আর এর মাধ্যমে মণ্ডলীর একটি ইতিবাচক ভাবমূর্ত্তি তৈরি করা হয়। আমাদের সদস্যগণের কাছ থেকে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াটি খুবই ইতিবাচক হয়েছে। এটি আফ্রিকাতে বিশেষভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, যেখানে- ইন্টারনেটের ব্যাপক ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ জানাই- কেননা আমাদের অনেক সদস্য বর্তমানে তথ্য ও নথি অধিগত করতে পারছে যা তাদের আগে ছিল না।

নিউ এ্যপোষ্টলিক চার্চের বিধিবদ্ধ উপাসনা পদ্ধতির প্রকাশনটি আপনার সাথে অন্তিম আশীর্ব্বচনের বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ দেয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে লিটারর্জির বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সবসময় ভালভাবে বুঝতে পারা যায় না।

২ করিন্থীয় ১৩: ১৪ পদে লিপিবদ্ধ শব্দগুলির সাথে মণ্ডলীতে অন্তিম আশীর্ব্বচন উচ্চারিত হয়:

"প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ও ঈশ্বরের প্রেম, এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সহবর্তী হউক!"

এই শব্দগুলির অর্থ ও পরিধি কী?

একটি আশীর্ব্বাদ- একটি সূত্র অপেক্ষা অধিক!

পরিচালক উপাসনা সমাপ্ত করার চিহ্ন স্বরূপ এই শব্দগুলি উচ্চারণ করেন। এই পদটির শব্দ প্রকাশের ধারাটি একটি আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত দেয়। কেউ এটি ভাবতে প্রলুব্ধ হতে পারে যে পরিচালক কেবলমাত্র অনুগ্রহ, প্রেম ও সহভাগিতার আকাঙ্ক্ষা করছেন যেন এগুলি বিশ্বাসীগণের সহবর্তী হয়, ঠিক যেমন তিনি তাদের নিরাপদ গৃহ যাত্রার কামনা করতে পারেন, কিন্তু এটি এর চাইতেও অধিক কিছু। যখন ঈশ্বরের হতে আদেশপ্রাপ্ত কোন পরিচর্যাকারী এই শব্দগুলি উচ্চারণ করেন তখন এর দ্বারা একটি প্রকৃত আশী-র্ব্বাদ গঠিত হয়। এই শব্দগুলো ঐশ শক্তিতে পরিপূর্ণ এবং সেগুলো শ্রবণকারীর আধ্যাত্মিক মঙ্গলসাধন করে।

এই আশীর্ব্বাদে, ঈশ্বর শ্রোতাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে তাঁর অনুগ্রহ, প্রেম ও সাহচর্য তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী হবে। আর যেহেতু ঈশ্বর যা বলেন ও মনস্থ করেন তিনি তা সম্পন্ন করবেন, এবিষয়ে মণ্ডলীর নিশ্চয়তা রয়েছে যে এটাই সত্য। যারা এটি শোনে তাদের সকলকেই এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তবে, প্রতিটি আশীর্ব্বাদের মতোই, এর প্রভাব নির্ভর করবে গ্রহণকারীর বিশ্বাস ও আচরণের উপর।

অতএব, অন্তিম আশীর্ব্বাদটি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ও অনুপ্রেরণা উভয়ই।

একটি ত্রিত্বসম্বন্ধীয় আশীর্ব্বাদ

২ করিন্থীয় ১৩:১৪ পদের অংশটি ত্রিত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ করেছে। এখানে স্মরণ করা যাক যে ঈশ্বর এক ও ত্রিত্ব উভয়ই। স্বর্গীয় ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেই-পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা,এঁরা হলেন ত্রিত্ব ঈশ্বর। এই ঐশ ব্যক্তিগণ একে অপরের থেকে আলাদা কিন্তু তাঁরা একমাত্র অর্থাৎ এক ঈশ্বর।

এই প্রেক্ষাপটেই অন্তিম আশীর্ব্বচনটি বুঝতে হবে। ইনিই হলেন এক ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এবং তিনি নিখুঁত যিনি কথা বলছেন। ঈশ্বরের কার্যকলাপ সর্বদা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মারই ক্রিয়াকলাপ। সুতরাং অনুগ্রহ, প্রেম ও সাহচর্য পরপর প্রতিটি ঐশ ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত নয়, কিন্তু তিন জনের থেকেই চালিত হয়। কেউ হয়তো অমনি বলতে পারে যে পিতা অনুগ্রহ প্রদান করেন, পুত্র সাহচর্য দেন এবং পবিত্র আত্মা প্রেম প্রদান করেন।

ডি.এ.এম এর আধ্যাত্মিক কিছু অংশ, এ.সি.সি.আর.এ নভেম্বর ২০২৪

যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ

এই বাক্যগুলির মাধ্যমে, যীশু খ্রীষ্টে যে অনুগ্রহ ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়েছেন তিনি তা স্মরণ করিয়ে দেন: তিনি আমাদেরকে মনোনীত করেছেন এবং তাঁর সন্তান ও তাঁর মহিমার যৌথ উত্তরাধিকারী করেছেন (ইফিষীয় ১: ৩-১৪)। তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করেছেন। অধিকন্তু, আমাদের যোগ্যতায় নয় কিন্তু তাঁর অনুগ্রহের জন্যই, আমরা যার অধিকারী হয়েছি তার জন্য ঋণী।

এই আশীর্ব্বাদের সাথে তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সমাপ্ত করার মাধ্যমে, ঈশ্বর নিশ্চয়তা দেন যে-

- আমরা তাঁর সন্তান হিসেবেই থাকব, যাই ঘটুক না কেন- তিনি আমাদের নির্বাচনকে কখনই প্রশ্নবিদ্ধ করবেন না;
- আমাদের প্রতি মন্দ শক্তির দোষারোপের বিরুদ্ধে রক্ষা করার জন্য আমরা সর্বদা খ্রীষ্টের উপর নির্ভর করতে পারব (রোমীয় ৮: ৩৪);
- আমরা তাঁর অনুগ্রহে আশা রাখতে পারি- এই অনুগ্রহই আমাদেরকে তাঁর রাজ্যে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণতা বা যোগ্যতা অর্জন করতে সুযোগ দেয় (১ পিতর ১:১৩)।

যাইহোক, এই নিশ্চয়তা শুধুমাত্র তাদেরই জন্য প্রযোজ্য যারা ঈশ্বরকে খুশী করে এমন আচরণ গ্রহণ করে। ঈশ্বর আমাদেরকে উৎসাহিত করেন:

- ঈশ্বরের সামনে নম্র থাকতে, যেহেতু আমরা সম্পূর্ণরূপে তাঁর অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল, আর অন্যদের সামনেও, যেহেতু আমরা সকলেই পাপী;
- ঈশ্বরের সন্তানের ন্যায় আচরণ করতে, যিনি আমাদেরকে তাঁর মহিমার উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন;
- তাঁর কাছ থেকে যে বরদানগুলো আমরা পেয়েছি সেগুলো অপরের সেবায় নিয়োজিত করতে (১ পিতর ৪:১০)।

ঈশ্বরের প্রেম

আমাদের গৃহে ফিরে যাবার আগে, ঈশ্বর আমাদের জন্য পুনরায় তাঁর প্রেম ঘোষণা করেন। তিনি যা'কিছু করেন তা'হল চিরকাল তাঁর সঙ্গে থাকতে আমাদেরকে সক্ষম করা। আমাদের পরিত্রাণের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় এমন সবকিছু তিনি দূর করবেন। উদ্ধার লাভের জন্য যা প্রয়োজন তিনি আমাদেরকে তা দিবেন।

বিনিময়ে, তিনি আমাদেরকে সর্বপ্রকার পরিস্থিতিতে তাঁর প্রেমে থাকতে বলেন। ঈশ্বর চান আমরা ডিভাইন সার্ভিস থেকে বিদায় নিই-

- তাঁর আজ্ঞা পালনের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে;
- প্রেমের সাথে তাঁর সেবা করার সংকল্প নিয়ে, পেছনে বা অন্তঃরালে হিসাব কষে নয়;
- আমাদের সহ মানবদেরকে ভালবাসার ইচ্ছা নিয়ে ঠিক যেমন ঈশ্বর তাদেরকে ভালবাসেন।

পবিত্র আত্মার সহভাগিতা

পবিত্র আত্মার মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বরের স্বর শ্রবণ করি এবং তাঁর ইচ্ছা জানতে পারি। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি অবিরত আমাদেরকে পথ দেখাবেন, সান্তনা দেবেন ও শক্তিশালী করবেন। এছাড়া উপদেশ ও আমাদের বিবেক উভয় ক্ষেত্রেই তিনি যা বলেন তার প্রতি মনোযোগী হতে আমাদেরকে পরামর্শ দেন।

ডি.এ.এম এর আধ্যাত্মিক কিছু অংশ, এ.সি.সি.আর.এ নভেম্বর ২০২৪

খ্রীষ্টের উত্তরাধিকারে অংশী হওয়া এবং তাঁর দুঃখভোগের সহভাগি হওয়া একই সাথে এগিয়ে চলে (রোমীয় ৮:১৭; ফিলিপীয় ৩;১০)। ঈশ্বর আমাদের সজাগ করেন যে আমরা এখনো ক্লেশভোগ করি। তবে এতে আমাদের ভয়ের কিছু নেই। তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন এবং এর উত্তর দেন। আর আমরা যদি কখনও প্রার্থনায় দূর্বল হয়ে পড়ি, আত্মা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন (রোমীয় ৮: ২৬-২৭)।

এছাড়াও পবিত্র আত্মার সাহচর্য হল প্রেমের এক সহভাগিতা। পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়ে খ্রীষ্টের প্রেম সেচন করেছেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ফিরে আসার সময়, আসুন আমরা মনে রাখি যে মানুষের অবস্থা নির্বিশেষে তাদেরকে ভালবাসতে ঈশ্বর আমাদেরকে সক্ষম করেছেন- তবে আমরা যদি এটাই আকাঙ্ক্ষা করি, এবিষয়ে সচেষ্ট হই, আর ঐশ সাহায়তার জন্য প্রভুর কাছে মিনতি করি।

এছাড়াও অন্তিম আশীর্ব্বচনটি মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার স্থায়ী উপস্থিতি প্রমাণ করে। আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই: কেননা বধুকে বরের সাথে নিখুঁত সহভাগিতা লাভে নেতৃত্ব দিতে পবিত্র আত্মাকে কোন কিছুই বাধা দিতে পারবে না। অবশেষে, পবিত্র আত্মার সহভাগিতা সাধুদের সহভাগিতা থেকে অবিচ্ছেদ্য। আমাদের সকলেরই একই আত্মা, একই বিশ্বাস ও একই ভবিষ্যৎ রয়েছে। আমরা সকলেই একই বাক্য ও রুটী গ্রহণ করি। বিদায় নেওয়ার আগে, ঈশ্বর আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন যে আমরা সকলে একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আর তা খ্রীষ্টের দেহ। আমরা কেবল একে অপরের সাথে সহভাগিতার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে প্রকৃত সহভাগিতা করতে পারি (১ যোহন ১: ৩-৭)। আমরা সর্বদা একে অপরের থেকে ভিন্ন। কিন্তু ঈশ্বর চান না আমরা আমাদের এই পার্থক্যের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকি! তিনি এগুলি কাটিয়ে উঠতে এবং মণ্ডলীর ঐক্যে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখতে বলেন। তিনি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে বিশ্বাসীগণের সহভাগিতা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক নয়। অধিকন্তু এক বাস্তবোচিত উপায়ে এটি প্রকাশ করা যায়, যারা অভাবের মধ্যে আছে তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে এবং এই জগতের সম্পদ সহভাগ করার দ্বারা (১ যোহন ৩: ১৭-১৮)।

এই কয়েকটি ভাবনা পুরো বিষয় থেকে অনেক কম। প্রেরিত পৌলের এই বাক্যগুলি বিকাশ করার অন্যান্য উপায় অবশ্যই রয়েছে। আমি কেবল শেষ আশীর্ব্বচনের গুরুত্বের উপর জোর দিতে এবং এটি এক বিশ্বাসী হৃদয়ে কী ফলাফল উপন্ন করতে পারে তা দেখাতে চেয়েছি। একটি শেষ আলোচ্য বিষয়: এই আশীর্ব্বাদটি যিনি উচ্চারণ করেন তাঁর জন্যও এটি প্রযোজ্য। প্রিয় প্রেরিতবর্গ, আমি আন্তরিকভাবে আশা করি আপনারা এটি অনুভব করবেন।